স্পট : নারায়ণগঞ্জের শিমরাইল মোড়

প্রতিদিন ২ লাখ টাকার চাঁদাবাজি

রিপোর্ট : **মোস্তফা সারোয়ার বিপ্লব**

নারায়ণগঞ্জ জেলার সিদ্ধিরগঞ্জ থানার শিমরাইল মোড় (চিটাগাং রোড হিসেবে বেশি পরিচিত) প্রতিদিন এখানে কমপক্ষে ২ লাখ টাকা চাঁদাবাজির অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয় সাংসদ মোহাম্মদ গিয়াসউদ্দিনের আস্থাভাজন থানা যুবদলের সভাপতি আঃ হাই রাজু ও এমপির দুই ভাগিনা সেলিম, জামান চাঁদাবাজির মূল হোতা বলে খোঁজ নিয়ে জানা যায়। তাদেরকে সহায়তা করার অভিযোগ উঠেছে চিটাগাং রোডে কর্তব্যরত ছয় সার্জেন্ট জাকির, হাবিব, আজিজ, আমিন, মাহমুদ ও আক্তার। সাপ্তাহিক ২০০০-এর অনুসন্ধান সূত্রে জানা যায়, দেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের ১৮টি জেলার হাজার হাজার যানবাহন ও গণমানুষের ঢাকার অভ্যন্তরে প্রবেশ ও ঢাকার বাইরে যাবার একমাত্র পথ ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের চিটাগাং রোড। পাশাপাশি চিটাগাং রোড টু নারায়ণগঞ্জ ডেমরা-তারাবো-ঢাকা চারটি বাস টার্মিনাল ছাড়াও রয়েছে আরো চারটি বেবি ট্যাক্সি ও টেম্পো স্ট্যান্ড। পাশাপাশি দূরপাল্লার বাস কাউন্টার রয়েছে ৩২টি। অন্যদিকে ১৮ জেলার যাত্রী ওঠা নামার বৃহৎ বাস স্টেশনটিও হলো চিটাগাং রোডে। জনবহুল এই বৃহৎ বাসস্ট্যান্ডের আশপাশে গড়ে উঠেছে সরকারি জায়গায় অবৈধভাবে ২০০টিরও বেশি দোকানপাট এবং সহস্রাধিক ফুটপাত। বাসস্ট্যান্ডের প্রাণকেন্দ্রের সওজ ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের জায়গায় অবৈধভাবে স্থাপিত বৃহৎ রেস্টুরেন্টটির মালিক যুবদল নেতা আঃ হাই রাজুর ছোট ভাই আলতাফ। চাঁদাবাজির অভিযোগে র‍্যাব কর্তৃক আলতাফ গ্রেপ্তার হলেও বর্তমানে জামিনে বের হয়ে আগের মতেই চাঁদাবাজি চালিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে এমপির মালিকানাধীন কাশসাফ সুপার মার্কেটের সন্নিকটে সওজ-এর জায়গায় দুইশ' ফুটপাতের মালিক তার ভাগিনা সেলিম। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সময় সাবেক সাংসদ শামীম ওসমানের আশীর্বাদে সিদ্ধিরগঞ্জ ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আওয়ামী লীগ নেতা নূর হোসেন চিটগাং রোডের চাঁদাবাজি নিয়ন্ত্রণ করেন। ডজন খানিক মামলার আসামি চেয়ারম্যান হোসেন এখন ভারতে আত্মগোপন করে রয়েছেন। বিএনপি ক্ষমতায় আসার পরই চাঁদাবাজির নেতৃত্ব চলে যায় যুবদল নেতা রাজুর নিয়ন্ত্রণে। অবৈধভাবে স্থাপিত দোকান, ফুটপাত ও পরিবহন থেকে চাঁদা ওঠানোর জন্য যুবদল নেতার নিজস্ব লোকজন রয়েছে। এদের মধ্যে শিমরাইল মোড়ের আলমাস মুন্সীর ছেলে হাসান পরিবহন সেক্টরে চাঁদা কালেকশনের দায়িত্বে নিয়োজিত। চাঁদা আদায়ের ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে চিটাগাং রোড ডেমরা বাসস্ট্যান্ড। এখান থেকে শতাধিক বাস চলাচল করে ভিবিন্ন গন্তব্যে। প্রতিটি গাড়ি বাবদ দৈনিক ৫০ টাকা চাঁদা আদায় করে। বেবি ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে ২০০টি বেবি ট্যাক্সি থাকে, প্রতিটি বেবি ট্যাক্সি ২০ টাকা। টেম্পো স্ট্যান্ড প্রায় ১০০টি টেম্পো, প্রতিটি থেকে ৪০ টাকা।

চিটাগাং রোড টু নারায়ণগঞ্জ বাসস্ট্যান্ড। বাস/মিনিবাসের সংখ্যা ৮০টি। গাড়ি প্রতি ৫০ টাকা। পাশাপাশি ফুটপাত আছে সহস্রাধিক দোকান প্রতিটি থেকে দৈনিক ৩০ টাকা করে। তাছাড়া ৩২টি দূরপাল্লার বাস কাউন্টারের মধ্যে প্রতিটি থেকে মাসিক দুইশ' টাকা আদায় করছেন। অভিযুক্ত চাঁদাবাজের হোতা আঃ হাই রাজু সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, এখানে চাঁদাবাজি হচ্ছে শতভাগ সত্য, কিন্তু তিনি চাঁদবাজির সঙ্গে জড়িত নয়। সরকারি জায়গায় অবৈধ স্থাপিত তার ছোট ভাই আলতাফের রেস্টুরেন্ট সম্পর্কে বলেন, সরক ও জনপথ বিভাগ ইচ্ছে করলেই এসকল দোকানপাট উচ্ছেদ হয়ে যাবে।

পিছিয়ে নেই ছয় ট্রাফিক সার্জেন্ট

যুবদল নেতার চেয়েও আরো একধাপ এগিয়ে চাঁদাবাজির অভিযোগ উঠেছে শিমরাইল মোড়ে কর্তব্যরত ছয় পুলিশ সার্জেন্ট জাকির, হাবিব, আজিজ, আমিন, আক্তার ও মাহমুদের বিরুদ্ধে। সাপ্তাহিক ২০০০-এর অনুসন্ধান সূত্রে জানা গেছে গুরুত্বপূর্ণ এই ট্রাফিক পয়েন্টে দাঁড়িয়ে ট্রাফিক পুলিশ ও সার্জেন্টরা অনেকটা প্রকাশ্যে চাঁদাবাজি করে যাচ্ছে। প্রতিনিয়ত তারা ভঙ্গ করে যাচ্ছেন ১৯৮৩ সালের ট্রাফিক আইন। শিমরাইল মোড় দিয়ে চলাচলকারী গাড়ি চালকরা যেখানে সেখানে গাড়ি পার্কিংসহ যাত্রী ওঠানামা করছে কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশের সহযোগিতায়। পাশাপাশি অনেক সময় সার্জেন্টরাও গাড়ি আটক করে দীর্ঘক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখেন কাগজপত্র দেখার নাম করে। অনেক চালকের সঙ্গে আলাপকালে জানা যায় এই মোড়ে সার্জেন্টরা যে সকল গাড়ি আটক করেন ঐ সকল গাড়ির কাগজ পত্র ঠিক থাকলেও সার্জেন্টদের দাবিকৃত টাকা দিতে বাধতামূলক। আবার অনেক সময় দুপক্ষের টাকা পরিমাণের দেনদরবার করতে গিয়ে দীর্ঘ সময় নষ্ট হয়ে যায়। সরেজমিনে ঘুরে দেখা গেছে শিমরাইল মোড়ে কর্তব্যরত সার্জেন্টরা যে সকল গাড়ি আটক করে চাঁদাদাবি করেন এ সকল গাড়ির কাগজপত্র ঠিক থাকলেও ১/২ শ দুই টাকা চাঁদা দিতে হচ্ছে। একদিকে সার্জেন্টরা গাড়ি আটক করে ১ শ' থেকে এক হাজার টাকা চাঁদা আদায় করলেও হাবিলদার সিপাহীরা ট্রাক, ট্রাক্সি ক্যাব, প্রাইভেট কার মাইক্রোবাস বিদেশ ফেরত যাত্রীদের কাছ থেকে ৩০/৪০ টাকা হারে চাঁদা আদায় করেছে।

সাপ্তাহিক ২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা যায়, গত ৯ ডিসেম্বর শিমরাইল মোড়ে সকাল শিফটে কর্তব্যরত ট্রাফিক সার্জেন্ট মাহমুদ ও ট্রাফিক পুলিশ চাঁদাবাজির পাশাপাশি শুধু তিন ধরনের টোকেনই বিক্রি করেছেন ৫০টি। এ সকল টোকেন স্লিপ (৫০, ১০০, ২০০ টাকা) বিক্রি করে হাতিয়ে নেয় সাড়ে চার হাজার টাকা। এর মধ্যে ৫০ টাকার ২৫টি, ১০০ টাকার ১৫টি ও ২০০ টাকার ১০টি টোকেন স্লিপ বিক্রি করে এ টাকা আদায় করেন হাবিলদার সিপাহীরা। তাছাড়া সেদিন ট্রাক নং নারায়ণগঞ্জ ট-০২০৩৭৮, চট্ট মেট্রো দ-১১০১৯২ ও ঢাকা মেট্রো-ট-

wkgivBj tgv‡o UvK t_‡K Pv`v tbIqv n‡"Q

XvKv-wPUvMvs tiv‡W Pv`vewRi `k¨

১১০০২২ বুট কাগজ ভর্তি ট্রাকগুলোতে ২০০ টাকা করে টোকেন বিক্রি করেন। বিক্রিত টোকেনের হিসাব প্রতিদিন ডিউটি শেষে সার্জেন্ট কাম ক্যাশিয়ার মাহমুদের কাছে জমা হয়। ঢাকা টু দাউদকান্দি রোডের ড্রাইভার ফারুক ২০০০কে বলেন, সার্জেন্টদের চাঁদাবাজির মতই টোকেন স্লিপের ব্যবসাটা নাকি বৈধ। তিনি আরো বলেন, এ পথ দিয়ে বা নারায়ণগঞ্জ জেলার ভিতর দিয়ে যে কোনো প্রকার যানবাহনই চলুক না কেন এখানকার কর্তব্যরত ছয় সার্জেন্টকে 'মানতি' দিয়ে চলতে হয়। অন্যথায় হয়রানি, মামলা ও ঘন্টার পর ঘন্টা গাড়ি আটক করে রাখা হয় নির্ধারিত চাঁদার টাকা না পেলে। অনুসন্ধান সূত্রে জানা গেছে, কর্তব্যরত সার্জেন্টদের দেয়া অবৈধ ও টোকেন স্লিপের ব্যবসা চলছে অনেকটা ফ্রি স্টাইলে। অবৈধ এই টোকেন স্লিপ যে গাড়িতে আছে সে সকল গাড়িই এখানকার সার্জেন্ট ও ট্রাফিক পুলিশের কাছে বৈধ রুট পারমিটের দাবিদার। আর যাদের কাছে টোকেন স্লিপ নেই তারাই বেশি হয়রানির শিকার হচ্ছে ট্রাফিক পুলিশ ও চাঁদাবাজ সার্জেন্টের কাছে। অনুসন্ধান সূত্রে জানা যায়, প্রতিদিন তিন ধরনের ৫০, ১০০, ২০০ টাকার ১৩০টি টোকেন স্লিপ বিক্রি হয়। এর মধ্যে দিনের জন্য বিক্রি হয় ৫০ ও ১০০ টাকার টোকেন স্লিপ। এ হিসেবে প্রতিদিন ৫০ টাকার টোকেন বিক্রি হয় ৫০ X ৮০ = ৪০০০ টাকা। মাসে ১ লাখ ২০ হাজার টাকা। পাশাপাশি ১০০ টাকার টোকেন স্লিপকে বলা হয় বিট। প্রতিদিন ৩৫ X ১০০ = ৩৫০০ টাকা, মাসের ১ লাখ ৫ হাজার এবং ২০০ টাকার টোকেন স্লিপকে বলা হয় মানতি স্লিপ প্রতিদিন ১৫ X ২০ = ৩০০০ মাসে ৯০ হাজার টাকা। শুধু টোকেন স্লিপ বাবদ এখানে মাসিক চাঁদাবাজি হচ্ছে ৩ লাখ ১৫ হাজার টাকা। অনুসন্ধান সূত্রে জানা গেছে প্রতি মাসে ৩৯০০টির বেশি টোকেন স্লিপ বিক্রি হয় ট্রাক, মাইক্রো, পিকআপ ভ্যান, বাস, প্রাইভেট কারসহ বিভিন্ন ধরনের গাড়ি চালকদের কাছে। বিভিন্ন সংকেতের মাধ্যমে টোকেন স্লিপগুলোতে ক্যাশিয়ার কাম সার্জেন্ট মাহমুদের স্বাক্ষর রয়েছে। এছাড়া সার্জেন্টদের চাঁদাবাজির মাসিক খাতের মধ্যে রয়েছে রেন্ট এ কার স্ট্যান্ড থেকে ১০ হাজার টাকা। জরুরি রপ্তানি কাজে নিয়োজিত কন্টেইনার পরিবহন ১০ হাজার টাকা, স্টাফ বাসগুলো থেকে ৫ হাজার, বেবি ও ট্যাম্পু স্ট্যান্ড থেকে ১০ হাজার, নিতাইগঞ্জ ট্রাক স্ট্যান্ড থেকে ২০ হাজার টাকা নিয়মিত চাঁদা আদায় করছেন। পাশাপাশি চিটাগাং রোড়ের ৩২টি দূরপাল্লার বাস কাউন্টার থেকেও মাসিক চাঁদা আদায় করছেন। এর মধ্যে ইলিয়টগঞ্জ কাউন্টার থেকে ২ হাজার, স্বপ্ন বিলাস থেকে ২ হাজার, শ্রাবণ ২ হাজার, মেঘালয় ২ হাজার, বোরক ৫ হাজার, ঈসাখাঁ সার্ভিস ৮ হাজার , যমুনা ২ হাজার, সাগরিকা/ জোনাকী ১ হাজার, শ্যামলীর মহসিন ১ হাজার, আল মোবারেকার ১ হাজার, এস আলম ১ হাজার, হানিফ এন্টারপ্রাইজ ১ হাজার, ইকোনো পরিবহন ১৫০০ টাকা, ভিআইপি থেকে ১ হাজার, ড্রীমল্যান্ড/স্টারলাইন থেকে ১ হাজার, এনপি পরিবহন থেকে ১ হাজার, নসিব ও বাঁধন থেকে ১০ হাজার, একতা ৪ হাজার, দোয়েল ৮ হাজার , দুরন্ত ম্যাক্সির ৫ হাজার, উৎসব ৫ হাজার, হিমালয় ৫ হাজার, বেকার ৫ হাজার, আদমজী ৬ হাজার, দাউদকান্দি বাস মালিক সমিতি থেকে ৮ হাজার, বন্ধন ৬ হাজার, আনন্দ ৫ হাজার, একতা ৩ হাজার, সেতু ৪ হাজার, আসিয়ান ৪ হাজার, জেএল পরিবহন ১ হাজার, ১২ নং গাড়ি থেকে ৪ হাজার। এছাড়া নোয়াখালী এক্সপ্রেস, বিলাস, ঝটিকা, পাহাড়িকাসহ বহু গাড়ি আউটে শিমরাইল মোড় থেকে যাত্রী বোঝাই করে গন্তব্যে যায়। এতে প্রতিটি গাড়ি যাত্রী বোঝাই করতে কর্তব্যরত সার্জেন্টকে ২০০ টাকা দিতে হয়। এভাবে উক্ত মোড় থেকে প্রতিদিন বিভিন্ন রুটের প্রায় ৫০টি গাড়ি সার্জেন্টদের চাঁদা দিয়ে চলাচল করছে। এ হিসেবে প্রতিদিন এই সকল গাড়ি থেকে আসে ১০ হাজার টাকা। মাসে ৩ লাখ টাকা এবং কাউন্টারগুলো থেকে মাসে আদায় হয় ১ লাখ ২০ হাজার টাকা।

তাছাড়া প্রতিদিন গাড়ি রিকুইজিশনের নামে করছে হয়রানি। সরকারি কাজে গাড়ি লাগবে বলে আটক করে অতঃপর ৫ শ' ১ হাজার টাকা দিলেই গাড়ি ছেড়ে দেয়। অনুসন্ধান সূত্রে জানা গেছে, আদায়কৃত চাঁদার সার্জেন্টরা পায় ৪০%, কনস্টেবল ২০%, হাবিলদার ২০% এবং টিআই ২০%।

এ ব্যাপারে নারায়ণগঞ্জ জেলা পুলিশ সুপার মোঃ সাহাবুদ্দিন ২০০০কে বলেন, শিমরাইল মোড়ে সার্জেন্টদের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির সুনির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ নেই। তবে তিনি বিভিন্ন পত্রিকা রিপোর্টের মাধ্যমে চাঁদাবাজির কথা জেনেছেন এবং তদন্তে এর কোনো সততা পায়নি বলে উল্লেখ করেন। সার্জেন্ট মাহমুদ সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন তিনি স্কুল জীবনে চিটাগাং রোডের পার্শ্ববর্তী আদমজী স্কুলে পড়ালেখা করেছেন। সে কারণে এ এলাকার অনেকেই পূর্বপরিচিত। পরিচয় সূত্রে অনেকে তার কাছে বিভিন্ন তদবির নিয়ে আসেন। তাদের তদবির না রাখতে পারলেও তার বিরুদ্ধে উল্টো চাঁদাবাজির অভিযোগ তুলেন বলে তিনি দাবি করেন।